হিযবুত তাওহীদ ঈমান বিধ্বংসী এক ফিরকা

By আহলে হক মিডিয়া

মোল্লা

হিযবুত তাওহীদঃঈমান বিধ্বংসী এক ফিরকা

.

হিযবুত তওহীদ। ১৯৯৫ সালে হোমিও ডাক্তারখ্যাত বায়াজীদ খান পন্নী নামক জনৈক ব্যক্তির দ্বারা টাঙ্গাইল করটিয়ায় এটার প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এটি নামধারী একটি ইসলামিক দল হলেও মূলত এটি ইসলাম ধ্বংশ করার গোপন ষড়যন্ত্র।

সম্রাট আকবর যেমন সব ধর্ম মিলিয়ে “দ্বীনে এলাহী” নামক একটি ধর্মের গোড়াপত্তন করেছিল, ঠিক তেমনি বায়েজিদ খান পন্নীও সম্রাট আকবর প্রতিষ্ঠিত “দ্বীনে এলাহী” নামক ধর্মের মতই “হেযবুত তওহীদ” নামক এ নতুন ধর্মটি আবিস্কার করেন।

খুব অল্প সময়ে উদ্ভট সব থিউরী দিয়ে বেশ কিছু ভক্ত যুগিয়ে ফেলেন পন্নী সাহেব।ইসলামের মৌলিক বিধানাবলীর নতুন সব অপব্যাখ্যা করে পুরো দ্বীনটাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে রাখার দুষ্কর্ম তিনি আমরণ করে যান।

অবশ্য নবী দাবীদার মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর মতবাদের সাথে বায়াজীদ খান পন্নীর অনেক মতবাদ হুবহু মিলে যায়।

তাদের দাবী হলো যে ধর্মটি ইসলাম বলে প্রচলিত আমাদের সমাজে এটা আসল
ইসলাম নয়।বরং অন্যন্য ধর্মের মত একটি ধর্ম শুধু।

রাসুলুল্লাহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে রহমাতুল্লিল
আলামিন বলতে তারা একেবারেই নারাজ হলেও রামকৃষ্ণ,বৌদ্ধ অবতারদের নাম নেয়ার সময় তারা আলাইহিস সালাম বলে থাকে।

হেযবুত তওহীদের অন্যতম দাবী হচ্ছে-

৬০/৭০ হিজরীর পর থেকে ১৩০০ হিজরির পর পুরো ইসলাম ধর্মটি বিকৃত হয়ে গিয়েছে এবং সমস্ত মুসলমান কাফের এবং মুশরিক হয়ে গিয়ে। সুৎরাং প্রচলিত ইসলামটি আসল ইসলাম নয় বরং আল্লাহর প্রেরিত ইসলামের বিপরিত এটা।

টুপি, দাড়ী,পাগড়ি,জুব্বা এগুলোর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই
বলে জোর দাবী তুলেছেন তারা।

অথচ বিধর্মীদের মত দাড়ীতে তারা ষ্টাইল করা রুচিসম্মত কাজ মনে করে থাকেন।

তাদের দাবী হলো “হেযবুত তওহীদ’ই হলো আল্লাহর পাঠানো আসল দ্বীনুল হক।তাদের এমামুযযামান খ্যাত বায়াজীদ খান পন্নীকে নাকি আল্লাহ পাক

মো'জেজার মাধ্যমে বলেছেন যে ,"হেযবুত তওহীদ " এ দলটি দিয়ে পুরো বিশ্বে সহীহ ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে।

এজন্য তারা ঘোষণা দিয়ে তাদের বইয়ের মধ্যে লিখেছে -

"যারা হেযবুত তওহীদ করবে তাদের জন্য নিশ্চিত জান্নাত। এনকি যদি কেউ হেযবুত তওহীদে থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে দুই শহিদের মর্যাদা পাবে।আর যারা পন্নী সাহেবের মোজেজা বিশ্বাস করবে না তারা মোনাফেক। তাদের কোনো মুক্তি নাই।তারা জাহান্নামী। "[লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।]

অবশেষে ১৬ ই জানুয়ারী ২০১২ ইং সনে তার মৃত্যু হয়।কিন্তু এতদিনে তার ভ্রান্ত দলের কর্মী হাজার ছাড়িয়ে যায়।

বায়জীদ খান পন্নীর এ নতুন ফেরকা হেযবুত তাওহীদ ভ্রান্ত হবার ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ।তার ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারের জন্য বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। যেগুলোতে কুরআন হাদীস ও ইসলামের মৌলিক আক্বীদা বিরুদ্ধ কথার ছড়াছড়ি।

আমরা ধারাবাহিকভাবে সেসব ভ্রান্ত মতবাদের ইলমি খন্ডন আপনাদের সামনে তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ ....

বর্তমানের ইসলাম প্রকৃত ইসলাম নয় _

হিযবুত _তাওহীদের _বক্তব্যঃ বর্তমান অমরা যে ধর্মটিকে এসলাম হিসেবে দেখছি ,যেটাকে ধর্মপ্রাণ মানুষ অতি যত্ন সহকারে পালন করার চেষ্টা কোরছেন , যে এসলামটাকে সর্বত্র স্কুল ,কলেজ মাদ্রাসায় ও পীরের খানকায় শেখানো হোচ্ছে সেটা প্রকৃত এসলাম নয় "। (সূত্রঃ এসলাম শুধু নাম থাকবে - পৃঃ ৯)

"যাত্রাদলের বন্দুকের সঙ্গে আসল বন্দুকের যতটা পার্থক্য , প্রকৃত এসলামের সঙ্গে বর্তমান এসলামের ততটাই পার্থক্য। এদু 'টির চলার পথ সম্পূর্ণ বিপরীত "। (সূত্রঃ এসলাম শুধু নাম থাকবে - পৃঃ ৯)

হাদীসের _বক্তব্যঃ আল্লাহ পাকের মনোনিত দ্বীন ইসলামের হেফাযত তিনি নিজেই করবেন।

যেদিন ইসলাম এবং মুসলিম থাকবে না সেদিন কেয়ামত সংগঠিত হয়ে যাবে।

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ الله

অর্থাৎ আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সঃ বলেন - যেদিন দুনিয়াতে কোনো আল্লাহ আল্লাহ বলনেওয়ালা মুমিন থাকবে না সেদিন কেয়ামত সংগঠিত হয়ে যাবে। (সহীহ মুসলিম হাদিস নং - ১৪৮;তিরমিযি হাদিস -২২০৭)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ ، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ বলেন রাসুলুল্লাহ সঃ বলেছেন আমার সকল উম্মতকে আল্লাহ তায়ালা কখনও ভ্রান্ত (বিকৃত) বিষয়ের উপর ঐক্য করবেন না।

(তিরমিযি হাদিস -২১৬৭;আবু দাউদ হাদিস -৪২৫৩)

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ

সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন , রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদাই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে কেউ তাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। এমন কি এভাবে আল্লাহর আদেশ অর্থাৎ কিয়ামত এসে পড়বে আর তারা যেমনটি ছিল তেমনটই থাকবে। (সহীহ মুসলিম -ইঃফা ,হাদীস নং -৪৭৯৭)

—–

সুতরাং হাদীসের ভাষ্য হচ্ছে উম্মতের একটি দল সবসময় হক্কের উপর থাকবে ।যদি ইসলাম বিকৃত হয়ে যায় তাহলে এ হাদীসকে ভুল বলতে হয় (নাউযুবিল্লাহ)

হিযবুত তাওহীদের সমর্থকদের নিকট প্রশ্ন রইল - আপনি কার দিকে ফিরে যাবেন ?

রাসূল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের দিকে , নাকি

পন্নি সাহেবের হাদীস বিরোধী বক্তব্যের দিকে ?

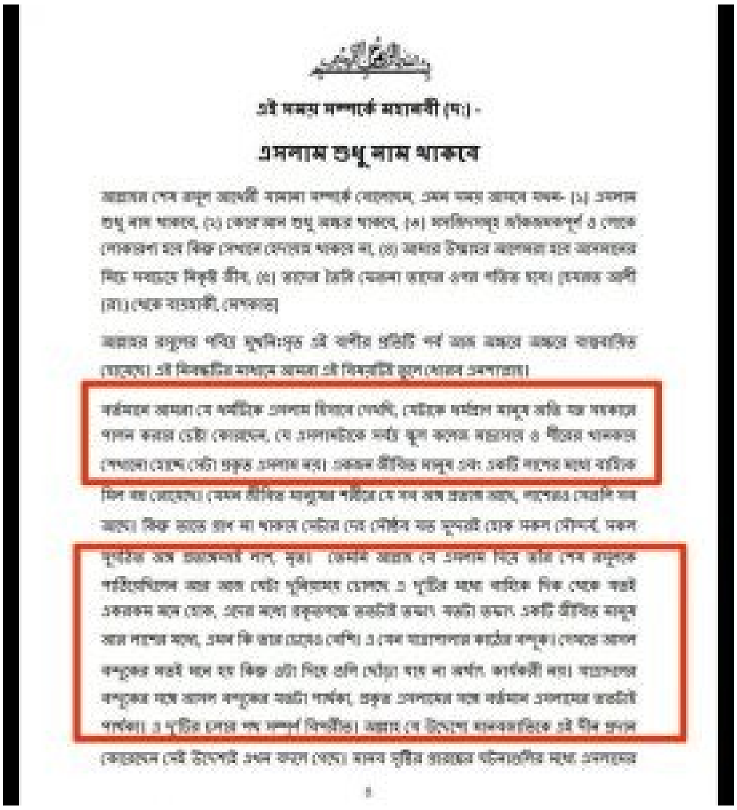

সংকলক-

মুফতি রিজওয়ান রফিকী

Abdur Rahman Masum

কবিরা গুনাহের হিসাব দেয়া লাগবে না

হিজবুত তাওহীদের বক্তব্যঃ

তাওহীদে যিনি অবিচল তার মহাপাপও (গুনাহে কবীরা) হিসাবে ধরা হবে না।

(“আকিদা” পৃষ্ঠা- ৭)

পর্যালোচনাঃ

উক্ত কথা সরাসরি অাল্লাহর কুরঅান এবং নবি সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিস বিরোধী কথা।

যদি কথাটি কেউ বিশ্বাস করে তাহলে এক সেকেন্ডের জন্য ঈমান থাকবে না।

উপরন্তু কথাটি সত্য হলে মানুষ অার গুনাহকে গুনাহ মনে করবে না।

এ দেশের ভন্ডপীররা যেভাবে মারেফতের দোহায় দিয়ে সব হারামকে এখন হালাল বুঝে প্রকাশ্যে গুনাহ করে চলেছে এরাও সেই একই পথের পথিক।

কবিরা গুনাহের জন্য অবশ্যই হিসেব দিতে হবে।

দলীল-১

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

অর্থাৎ এবং কেউ অনু পরিমান অসৎ কর্ম করলে তাও (আমলনামায়) দেখতে পাবে ”।

(সুরা যিলযাল আয়াত -৮)

অথচ পন্নী সাহেব কিভাবে বললো যে , তাওহীদে

অবিচল থাকলে মহাপাপও পাপ সিহেসেবে ধরা

হবেনা , তিনি তওবার কোন শর্তই দিলেননা।

তারা আসলে কি চায় ??

তাহলে কি হেযবুত তাওহীদের লোকেরা যতই

গোনাহ করুক সেটা কি গোনাহ হিসেবে ধরা হবেনা ?

দলীল-২

عن عائشة أم المؤمنين قالت قال النبي صلي الله عليه وسلم يا عائشةُ إيَّاك ومحقِّراتِ الذُّنوبِ فإنَّ لها من اللهِ طالبًا

অর্থ . হে আয়েশা ছোট ছোট গোনাহ থেকেও বাচো

কেননা ওগুলোর ব্যাপারেও আল্লাহ তায়ালার

পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসিত হবে।

(আত-তারগিব ওয়াত তারতীব খঃ৩ পৃঃ২৮৯ ;

আল-মু ’জামুল আওসাত (তাবরানী) খঃ৪ পৃঃ১২৪ ; হিলইয়াতুল আওলিয়া খঃ৩ পৃঃ১৯৭ ;

ইবনে মাযাহ হাদিস -৪২৪৩; মুসনাদে আহমাদ হাদিস -২৪৪৬০)

হাদিসের মানঃ

ইমাম মুনযিরি রঃ হাদিসটি সহিহ বলেছেন।

বিঃদ্রঃ

আয়েশা রাঃ কি তাওহীদে অবিচল ছিলেন না??

তাকে কেন ছোট ছোট গোনাহ থেকেও বাঁচতে

বলেছেন?

অথচ তিনি তাওহীদের উপর অবিচল

ছিলেননা এ কথার তো প্রশ্নই ওঠেনা।

আপনারা কি সাহাবায়ে কেরামদের থেকেও

বড় তাওহীদবাদী হয়ে গেলন??

যে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তারা জান্নাতের

সুসংবাদ পেয়েও নিজেদেরকে সবসময় গোনাহ

মুক্ত রাখতেন।

আর আপনারা এতবড় তাওহীদবাদী হলেন যে

আপনারা তাওহীদে অবিচল থাকলে মহাপাপও

(গোনাহে কবীরা) হিসাবে ধরা হবেনা।

বায়জীদ খান পন্নীর এ নতুন ফেরকা হেযবুত তাওহীদ ভ্রান্ত হবার ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ। তার ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারের জন্য বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। যেগুলোতে কুরআন হাদীস ও ইসলামের মৌলিক আক্বীদা বিরুদ্ধ কথার ছড়াছড়ি। আমরা ধারাবাহিকভাবে সেসব ভ্রান্ত মতবাদের ইলমি খন্ডন আপনাদের সামনে তুলে ধরব। (ইনশাআল্লাহ)

আল্লাহ তায়ালা তাদের হেদায়েত দান করুন

এবং জাতিকে এই ভ্রান্তি থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

মুফতী রিজওয়ান রফিকী (হাঃফি)

১ম পর্বের লিঙ্ক- http://ahlehaqmedia.com/2019/01/12/8001/

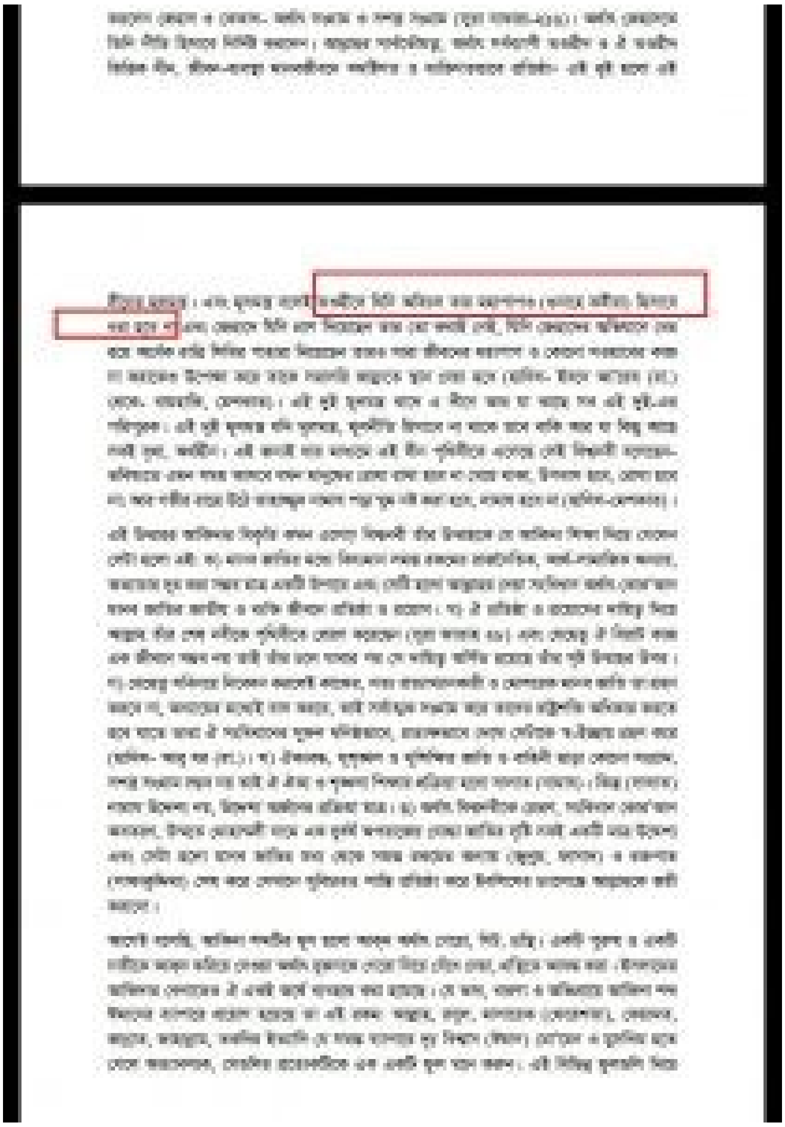

চলমান ইসলাম বিকৃত এটা হিন্দু বৌদ্ধ ধর্মের মত এটা আসল ইসলাম নয়। (নাউজুবিল্লাহ)

হিযবুত তাওহীদের বক্তব্যঃ

জেহাদকে ছেড়ে মুসলিমরা ইসলাম পরিবর্তন করল। ঐ পরিবর্তনের ফলে এই সামরিক দ্বীন পৃথিবীর অন্যান্য অসামরিক দীনের পর্যায়ে পর্যবসিত হলো অর্থাৎ খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ,হিন্দু,ইহুদী জৈন ইত্যাদী বহু দীনের (ধর্মের) মতো আরেকটি ধর্মে পরিনত হলো।যেটার উদ্দেশ্য এবাদত।(ইসলামের প্রকৃত সালাহ-২০)

এসলামের প্রকৃত সালাহ্
তওহীদ প্রকাশন
(The Leader of the Time)
মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

সেই মহাগুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ হোল- সালাহ্

[illegible]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ ، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ

[illegible] ([illegible]) [illegible]
([illegible]-[illegible];[illegible]-[illegible])

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ

[illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible]

এভাবে আল্লাহর আদেশ অর্থাৎ কিয়ামত এসে পড়বে আর তারা যেমনটি ছিল তেমনটই থাকবে। (সহীহ মুসলিম -ইঃফা ,হাদীস নং -৪৭৯৭)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَلاَ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ যার মঙ্গল চান , তাকে দ্বীনের বুৎপত্তি (বুঝ) দিয়ে থাকেন এবং মুসলমানদের একটি দল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে লড়াই করবে। যারা তাদের প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করবে তাদের বিরুদ্ধে থাকবে তারা তাদের উপর বিজয়ী থাকবে। কিয়ামত অবধি এভাবে চলতে থাকবে। (সহীহ মুসলিম -ইঃফা ,হাদীস নং -৪৮০৩)

عن عمران بن حصين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تزال طائفة من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل اخرهم المسيح الدجال " .

ইমরান ইবন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার উম্মাতের মধ্যে একটি দলসর্বদা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের উপর জয়ী হবে। অবশেষে তাদের শেষদলটি কুখ্যাত প্রতারক দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে। (সুনানে আবু দাউদ -ইঃফা -২৪৭৬)

عن عمران بن حصين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تزال طائفة من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل اخرهم المسيح الدجال " .

জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন , আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছিঃ

কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মাতের একদল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে কিতাল করতে থাকবে এবং অবশেষে ঈসা (আলাইহিস সালাম) অবতরণ করবেন। মুসলমানদের আমীর বলবেনঃ আসুন , সালাতে আমাদের ইমামত করুন। তিনি উত্তর দিবেনঃ না , আপনাদেরই একজন অন্যদের জন্য ইমাম নিযুক্ত হবেন। এ হল আল্লাহর প্রদত্ত এ উম্মাতের সম্মান। (সহীহ মুসলিম , হাদিস নম্বরঃ ২৯২)

সুতরাং জিহাদ কখনও বন্ধ হয় নি। প্রত্যেক যুগেই মুজাহিদের জামাত বিদ্যমান ছিল।

হেযবুত তওহীদের সকল সদস্যদের জন্য নাকি জান্নাত নিশ্চিত !

হিযবুত তাওহীদের বক্তব্যঃ

“হেযবুত তওহীদে যারা সত্যিকার ভাবে এসেছ তাদের জন্য জান্নাত তো নিশ্চিত। এইখানেও যেন কারো মনে কোন সন্দেহ না থাকে যে জান্নাত নিশ্চিত ”। (আল্লাহর মোজেজা হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা পৃঃ৬৩)

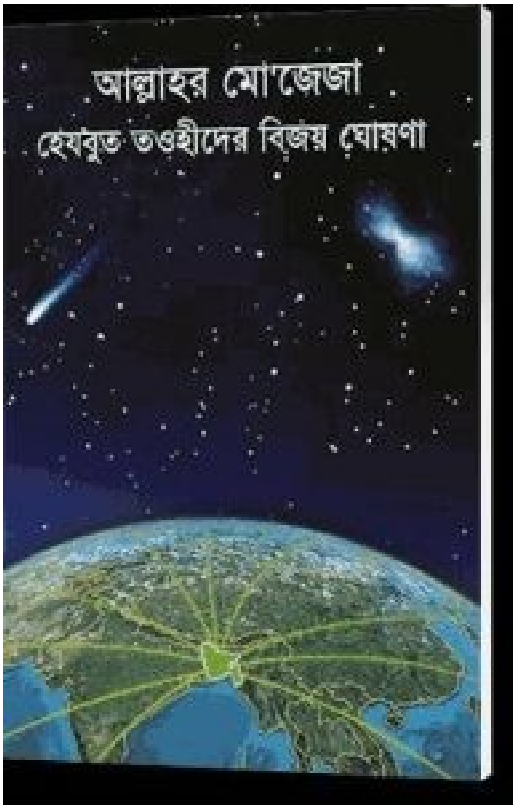

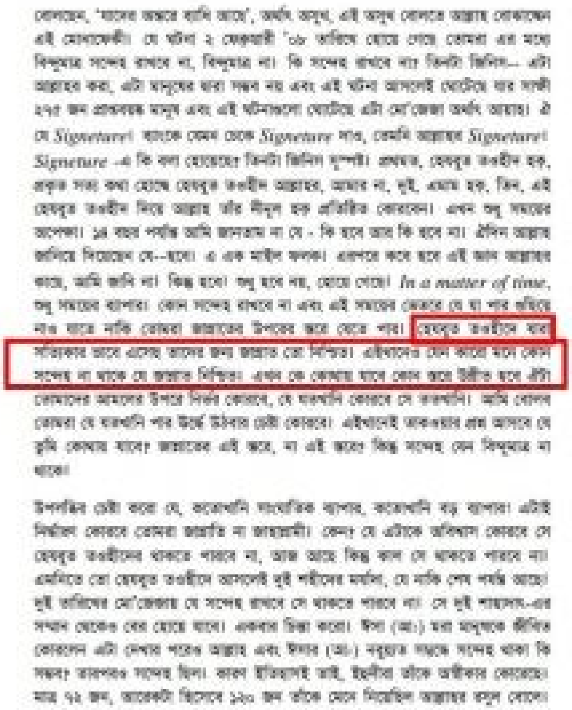

পর্যালোচনাঃ

যেখানে নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ওহী আসা ব্যতিত কারো ব্যাপারে জান্নাতের সার্টিফিকেট দেননি , সেখানে পন্নী সাহেব দাবী করে বসলেন যে , হেযবুত তওহীদের সকল সদস্যদের জন্য জান্নাত নিশ্চিত !!

কাউকে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা একমাত্র তার দ্বারাই সম্ভব যার নিকট ওহী আসে। রাসূলুল্লাহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর ভিত্তিতেই সাহাবায়ে কেরামকে সুসংবাদ দিয়েছেন।পন্নী সাহেবের এমন উক্তির ভিত্তি কি ?

কাউকে নিশ্চিতরূপে জান্নাতী /জাহান্নামী বলা নিষেধ।

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاخِيَيْنِ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لَا يَزَالُ

الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ أَقْصِرْ فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ، فَقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ. فَقَالَ: خَلِّنِي وَرَبِّي أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ، فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا فَاجْتَمَعَا، عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بِي عَالِمًا؟ أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا، وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، وَقَالَ لِلْآخَرِ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ؟ ».

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

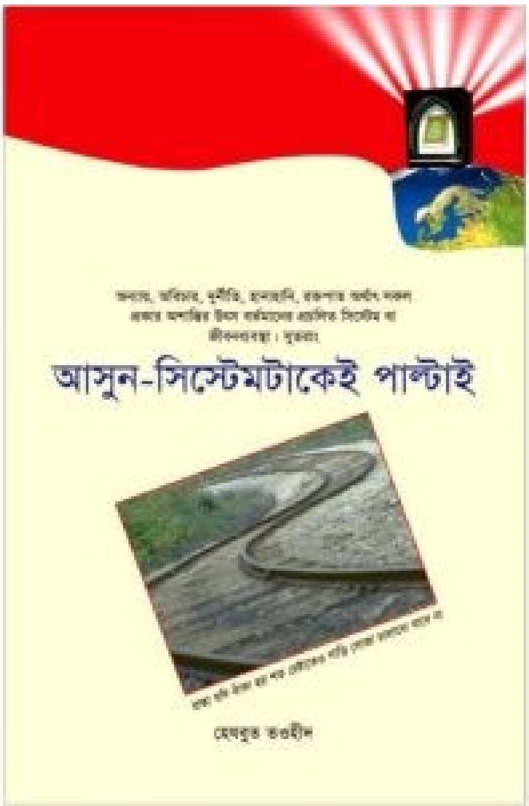

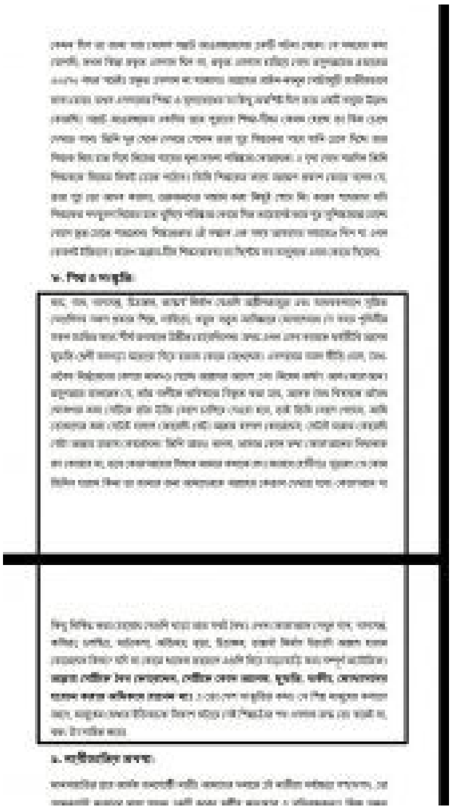

কুরআন হাদীসের বক্তব্যঃ

এখানে খুব সুচতুরভাবে হাদীসকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।অথচ হাদীসও শরীয়ার মানদণ্ড ।

গান বাদ্য হারামঃ আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

একশ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশে অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং উহাকে নিয়ে ঠাট্টা -বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। (সূরা লুকমান -৬)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. কে উক্ত আয়াতের ‘লাহওয়াল হাদীস’-এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ‘তা হল গান।’ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. একই কথা বলেন।(তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৪৪১)

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

আমার উম্মাতের মধ্যে অবশ্যই এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমী কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল জ্ঞান করবে।(সহীহ বুখারী-৫৫৯০)

গান-গায়িকা এবং এর ব্যবসা ও চর্চাকে হারাম আখ্যায়িত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

তোমরা গায়িকা (দাসী) ক্রয়-বিক্রয় কর না এবং তাদেরকে গান শিক্ষা দিও না। আর এসবের ব্যবসায় কোনো কল্যাণ নেই। জেনে রেখ, এর প্রাপ্ত মূল্য হারাম।(জামে তিরমিযী হাদীস: ১২৮২; ইবনে মাজাহ হাদীস: ২১৬৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে। আর তাদের মাথার উপর বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকা রমনীদের গান বাজতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যমীনে ধ্বসিয়ে দিবেন।(সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস: ৪০২০; সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস: ৬৭৫৮)

বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত নাফে’ রাহ. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার চলার পথে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বাঁশির আওয়াজ শুনলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুই কানে আঙ্গুল দিলেন। কিছু দূর গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে নাফে’! এখনো কি আওয়াজ শুনছ? আমি বললাম হ্যাঁ। অতঃপর আমি যখন বললাম, এখন আর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না তখন তিনি কান থেকে আঙ্গুল সরালেন এবং বললেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলার পথে বাঁশির আওয়াজ শুনে এমনই করেছিলেন। (মুসনাদে আহমদ হাদীস: ৪৫৩৫; সুনানে আবু দাউদ হাদীস: ৪৯২৪)

বিখ্যাত তাবেয়ী মুজাহিদ রাহ. থেকেও এমন একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।-(ইবনে মাজাহ হাদীস: ১৯০১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঘণ্টি, বাজা, ঘুঙুর হল শয়তানের বাদ্যযন্ত্র।(সহীহ মুসলিম হাদীস: ২১১৪)

মৃদু আওয়াজের ঘণ্টি -ঘুঙুরের যদি এই অবস্থা হয় তাহলে আধুনিক সুরেলা বাদ্যযন্ত্রের বিধান কী হবে তা খুব সহজেই বুঝা যায়।

ভাষ্কর্য হারামঃ কুরআন মজীদের স্পষ্ট -

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

‘তোমরা পরিহার কর অপবিত্র বস্তুত অর্থাৎ মূর্তিসমূহ এবং পরিহার কর মিথ্যাকথন।’ (সূরা হজ্জ : ৩০)

হযরত আমর ইবনে আবাসা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ‘আল্লাহ তাআলা আমাকে প্রেরণ করেছেন আত্মীয়তার সর্ম্পক বজায় রাখার, মূর্তিসমূহ ভেঙ্গে ফেলার, এবং এক আল্লাহর ইবাদত করার ও তাঁর সঙ্গে অন্য কোনো কিছুকে শরীক না করার বিধান দিয়ে। (সহীহ মুসলিম হা. ৮৩২)

আবুল হাইয়াজ আসাদী বলেন, আলী ইবনে আবী তালেব রা. আমাকে বললেন, ‘আমি কি তোমাকে ওই কাজের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করব না, যে কাজের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রেরণ করেছিলেন? তা এই যে, তুমি সকল প্রাণীর মূর্তি বিলুপ্ত করবে এবং সকল সমাধি-সৌধ ভূমিসাৎ করে দিবে।’ অন্য বর্ণনায় এসেছে,... এবং সকল চিত্র মুছে ফেলবে।’ (সহীহ মুসলিম হা. ৯৬৯)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন -

إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ.

প্রতিকৃতি তৈরিকারী (ভাস্কর, চিত্রকর) শ্রেণী হল ওইসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে কিয়ামত-দিবসে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে।’ (সহীহ বুখারী হা. ৫৯৫০)

আলী ইবনে আবী তালেব রা. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি বললেন, ‘তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে মদীনায় যাবে এবং যেখানেই কোনো প্রাণীর মূর্তি পাবে তা ভেঙ্গে ফেলবে, যেখানেই কোনো সমাধি-সৌধ পাবে তা ভূমিসাৎ করে দিবে এবং যেখানেই কোনো চিত্র পাবে তা মুছে দিবে?’ আলী রা. এই দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুতত হলেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে কেউ পুনরায় উপরোক্ত কোনো কিছু তৈরী করতে প্রবৃত্ত হবে সে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি নাযিলকৃত দ্বীনকে অস্বীকারকারী।’ (মুসনাদে আহমাদ হা. ৬৫৭)

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম □□□□□□□-

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِيْ؟ فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً وَلْيَخْلُقُوْا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوْا شَعِيْرَةً.

এই প্রতিকৃতি নির্মাতাদের (ভাস্কর, চিত্রকরদের) কিয়ামত-দিবসে আযাবে নিক্ষেপ করা হবে এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, যা তোমরা ‘সৃষ্টি’ করেছিলে তাতে প্রাণসঞ্চার কর!’(সহীহ বুখারী হা. ৭৫৫৭, ৭৫৫৮;)

আউন ইবনে আবু জুহাইফা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদ ভক্ষণকারী ও সুদ প্রদানকারী, উল্কি অঙ্কণকারী ও উল্কি গ্রহণকারী এবং প্রতিকৃতি প্রস্তুততকারীদের (ভাস্কর, চিত্রকরদের) উপর লানত করেছেন। (সহীহ বুখারী হা. ৫৯৬২)

তাদের এই বাতিল মতবাদ খন্ডনে একটি দালিলিক আলোচনা করেছেন - Maulana Yousuf Azadi

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=561948120885930&id=100012122400706

আল্লাহ তায়ালা প্রভুত্বের আসনে নেই!

——————————————————————-

বাংলাদেশে গড়ে ওঠা নতুন উগ্রবাদি একটি কুফরী দলের নাম হেযবুত তাওহীদ। এদের

অনেকগুলো মনগড়া বিশ্বাসের মধ্যে একটি হলো -

নিজেদের নিয়োজিত করবে তাদের অবশ্যই নিজেদের চরিত্রকে অতি কঠিনভাবে গড়ে তুলতে হবে- এ কথা সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায়। এই কাজের জন্য যে কয়টি অত্যাবশ্যকীয় চারিত্রিক গুণ দরকার তা মহামহীম আল্লাহ আমাদের কর্মসূচির পাঁচ দফায় নিবদ্ধ করে দিয়েছেন যা তোমরা সবাই জান। সমস্ত পৃথিবী যাঁর করতলগত সেই মহাশক্তিধর দাজ্জালকে হটিয়ে দিয়ে প্রভুত্বের আসনে আল্লাহকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার মতো আপাতঃদৃষ্টিতে অসম্ভব কাজটি করার দায়িত্বে তোমরা নিজেদের নিয়োজিত করেছ, এই কাজ একমাত্র আল্লাহর সাহায্য ছাড়া করা সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব- এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু কর্মসূচির যে কয়টি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা আল্লাহ বলেছেন (হাদিস, আল হারেস আল আশ'য়ারী (রা.) থেকে তিরমিযী, আহমদ, বাব-উল এমারত, মেশকাত) তা অর্জন না করা গেলে আল্লাহর সেই সাহায্য আসবে না। আর তা না আসলে আমাদের এই সমস্ত প্রচেষ্টা, অপমান, অত্যাচার, নিপীড়ন,

৬

কিন্তু এখন নেই পরবর্তীতে আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এটাকেই বলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত।

বাংলায় 'পুনঃ' শব্দটি, পুনরায়/দ্বিতীয়বার অর্থে ব্যবহারিত হয়।

(বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান ৮৩০ পৃঃ)

যেমনঃপ্রচার -পুনঃপ্রচার, প্রবেশ – পুনঃপ্রবেশ।

ঠিক তেমনি প্রতিষ্ঠিত – পুনঃপ্রতিষ্ঠিত।

তাহলে তাদের বক্তব্য হলো, প্রভুত্বের আসনে আল্লাহ আগে ছিলো এখন নেই, তাই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

(নাউজুবিল্লাহ, এটা বিশ্বাস করলে ঈমান থাকবে না।)

চলুন দেখা যাক এ ব্যাপারে আল কোরআন কি বলে -

পবিত্র কোরআন মাজিদে ইরশাদ হচ্ছে -

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ

وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

অর্থ – আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তাঁহাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করেনা। আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্ত তাহারই।

[সুরা বাকারা ২৫৫]

প্রিয় পাঠক! এই আয়াতে যে القيوم শব্দ এসেছে তার মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা কত মহান, আর সাময়িক সময়ের জন্য

আল্লাহ তায়ালা ক্ষমতা বিহীন থাকবে -এটা ভাবা কল্পনাতেও অসম্ভব।

আল্লাহর ক্ষমতা চিরস্থায়ী কেউ তাকে তার

ক্ষমতার আসন থেকে হটাতে পারবেনা।

তাহলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার তো প্রশ্নই আসেনা !

কাইয়্যুম শব্দের ব্যাখ্যাঃ

কাইয়্যুম শব্দের অর্থ হলো -সৃষ্টির তত্ত্বাবধান ও রক্ষনাবেক্ষনের জন্য যে সত্ত্বা অনাদি ও অনন্তকালব্যাপী বিরাজমান , আপন সত্তার জন্য যিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন , অথচ সর্বসত্ত্বার যিনি ধারক , তাহাকেই কাইয়্যুম বলা হয়।

(দেখুন ইফা থেকে প্রকাশিত কোরআনের অনুবাদ

উক্ত আয়াতের ১৭৫ নম্বর টিকা। পৃষ্ঠা ৬৪)

প্রিয় পাঠক , এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে , তারা কী

ভয়ংকর ঈমান বিধ্বংসী বাক্য ব্যবহার করছে !

তাদের আরেকটি কুফরি কথা খেয়াল করুন -

তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো

তারা নাকি আল্লাহকে প্রভুত্বের আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত

করতে চায়, তাহলে প্রশ্ন আসে আল্লাহ কি

নিজের আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে হেযবুতীদের মুখাপেক্ষী ?

নাউজুবিল্লাহ ,নাউজুবিল্লাহ , নাউজুবিল্লাহ।

অথচ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেনঃ

اللّٰہ الصمد

(সূরা ইখলাস ,আয়াত নং-২)

অর্থ আল্লাহ কাহারো মুখাপেক্ষী নন ,

সকলেই তাহার মুখাপেক্ষী

এবার আসুন প্রভুত্ব শব্দটিকে বুঝি।

প্রভু এবং প্রভুত্ব উভয় শব্দের মধ্যে পার্থক্য আছে ,আমাদের রব/প্রভু আল্লাহ তায়ালাই , তিনিই আমাদের প্রভু।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

যাহারা বলে , আল্লাহ আমাদের রব , অতঃপর অটল

থাকে, তাহাদের কোন ভয় নেই এবং তাহারা দুঃখিত হইবেনা। (সুরা আহ্‌কাফ আয়াত ১৩)

আর প্রভুত্ব অর্থ হলো , ঐ আল্লাহ তায়ালার

কর্তৃত্ব , আধিপত্য , প্রভু শক্তি , এক কথায় বলি

আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা (আধুনিক বাংলা অভিধান ৮৭১)

এর পরেও কি তাদেরকে সঠিক বলে মনে হয় ?

বরং প্রমাণিত হলো তারা তাওহীদের দল নয়। সমসাময়িক কিছু মুখরোচক যুক্তি ও

তাওহীদের স্লোগানের আড়ালে তারা মানুষকে

কুফুরির দিকে আহবান করছে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

অর্থ – তোমাদের রব যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন (সুরা কাসাস আয়াত ৬৮)

যদি এখন আল্লাহ তায়ালা প্রভুত্বের আসনে না

থাকে, তাহলে আল্লাহ যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করবেন

কি ভাবে .? (নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন

فعال لما يريد

অর্থ আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন , তাহাই করেন (সুরা বুরুজ -আয়াত নম্বর ১৫)

এখন হেযবুতীদের কথা মেনে নিলে আল্লাহর কথা মিথ্যা হয়ে যায় ,

আর আল্লাহর কথা মেনে নিলে হেযবুতিরা মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

এখন আমরা কোনটা সত্য ধরে নেব ?

অবশ্যই আল্লাহর কথা।

কারন তিনি বলেনঃ

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا

অর্থ - আর আল্লাহ তায়ালার চাইতে সত্যবাদী আর কে আছে (সুরা নেসা ৮৭)

এখন সিদ্ধান্ত আপনাদের কাছে।আল্লাহ তায়ালার কথা বিশ্বাস করবেন ,নাকি হেযবুতীদের কথা বিশ্বাস করবেন।

এমন অসংখ্য অগনিত আয়াত আছে হেযবুতিদের প্রতিটি খোড়া যুক্তির বিরুদ্ধে। পোস্টের আকার বৃদ্ধির আশংকায় যা উল্লেখ করা হয়নি।

০০০০ ০০০০০০০০০০০০০০ ০০০০০০০০০০০০০০০ ০০ ০০০০০০০০০০০

ওহে হেযবুত তাওহীদের সদস্য প্রিয় ভাই /বোন!

ফিরে আসুন কুরআন নির্দেশিত পথে।

ওরা আসলে তাওহীদের মনগড়া ব্যাখ্যা আর মুখরোচক

স্লোগানে , আপনাদের ঈমান ধ্বংস করে দিয়েছে। ওদের ধোঁকা থেকে ফিরে আসুন নিজের ঈমান হেফাজত করুন।

(মাওলানা ইউসুফ আজাদী)